হাদীসের নামে জালিয়াতি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৫. মিথ্যার কারণ ও মিথ্যাবাদীদের প্রকারভেদ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৫. ৩. নেককার সংসারত্যাগী সরল বুযুর্গগণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা কথা বলা ও প্রচার করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন ও ঘৃণ্য ভুমিকা পালন করেছে কুরআন ও সুন্নাতের শিক্ষার বিষয়ে অজ্ঞ কিছু ধার্মিক মানুষের 'মানুষকে ভাল পথে নেয়ার আগ্রহ।' কুরআনের ফযীলত, বিভিন্ন সূরার ফযীলত, বিভিন্ন সময়ে বা দিনে বিভিন্ন প্রকারের সালাতের ফযীলত, বিভিন্ন প্রকার যিকিরের ফযীলত ইত্যাদি সর্বপ্রকারের নেক কর্মের ফযীলত, বিভিন্ন পাপ বা অন্যায় কাজের শাস্তি ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য হাদীস বানানো হয়েছে এ উদ্দেশ্যে।[১]

জাল হাদীস তৈরী ও প্রচারের ক্ষেত্রে এ সকল নেককার মানুষরা ছিলেন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক। এদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। কিছু নেককার মানুষ অনিচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলতেন। এরা এদের সরলতার কারণে হাদীস নামে যা শুনতেন তাই বিশ্বাস করতেন এবং বর্ণনা করতেন। অনেক সময় কোনো সুন্দর কথা বা জ্ঞানের বাক্য শুনলে তারা তা অসতর্কভাবে হাদীস বলে বর্ণনা করতেন। আর কিছু নেককার বলে পরিচিত মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলতেন।

ফুটনোট

[1] ফাল্লাতা, আল-ওয়াদউ ১/২৬৩-২৬৯।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4629

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন